NOV. 29 2001

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত হয়নি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি আওয়ামী লীগের স্বার্থ উদ্ধারে লিপ্ত ॥ অবিলম্বে অপসারণ দাবী

মোঃ আব্দুস সামাদ ॥ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঐতিহাসিক জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করেনি বলে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভিসি আব্দুল মমিন চৌধুরী দিবসটি উদযাপনের বিষয়ে সরকারী সিদ্ধান্ত অমান্য করেছেন এবং ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপনের জন্য কার্যকরী কোন সিদ্ধান্ত বা কর্মসূচী গ্রহণ না করায় এখানে

৫-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি

৮-এর পৃষ্ঠার পর

আনুষ্ঠানিকভাবে এ দিবসটি পালিত হয়নি। শুধু তাই নয়, এ ঐতিহাসিক দিবসটি উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এবং প্রধান গেটে একটি ব্যানার পর্যন্ত লাগানো হয়নি। অপরদিকে ভিসি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত আওয়ামী সরকারের সময়ের বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতি এবং স্বজনপ্রীতির শ্বেতপত্র প্রকাশের পরিবর্তে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষে গোপনে কাজ করে যাচ্ছেন বলে অভিযোগে বলা হয়েছে। ঐ অভিযোগে বলা হয়েছে বর্তমান ভিসি রাজনৈতিকভাবে বাম রাজনীতির সমর্থক হয়েও সুকৌশলে লেবেল পরিবর্তন করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি'র পদ লাভ করেছেন। ঐ অভিযোগে বলা হয়েছে, তিনি বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ে আওয়ামী লীগের স্বার্থ উদ্ধারে লিপ্ত রয়েছেন। ভিসির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ ও সমালোচনা করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ। তারা ভিসির অপসারণ দাবী করেছেন।

অপর একটি সূত্র জানিয়েছে, ভিসির সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত লোকজন চরম হয়রানির শিকার হচ্ছেন। ঐ সূত্র মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক অবস্থা ভেঙে পড়েছে। ফলে বিভিন্ন সেকশনে সুষ্ঠুভাবে কাজকর্মের ব্যাঘাত ঘটছে। ঐ সূত্র মতে কার স্বার্থে ভিসি জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন করেননি তা তদন্ত হওয়া দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহত্তর স্বার্থে অবিলম্বে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তার অপসারণ দাবী করেছেন কর্মচারীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত আওয়ামী সরকারের সময় ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালন করা হত। কিন্তু বর্তমান ভিসি ঐতিহাসিক জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন না করায় জাতীয়তাবাদী পেশাজীবী ফোরামসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শিক্ষকগণ চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর একটি সূত্র জানিয়েছে, বর্তমান ভিসি আওয়ামী লীগের এজেন্ট হিসেবে পূর্ব থেকে পরিচিত এবং সেই মতই তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। আওয়ামী সরকারের সময় নিয়মবহির্ভূতভাবে শত শত দলীয় নেতা-কর্মীকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পদে তৎকালীন ভিসি নিয়োগ দিয়েছেন। এই নিয়মবহির্ভূতভাবে নিয়োগ বাতিলের দাবী করেছেন কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ। কিন্তু বর্তমান ভিসি এ বিষয়েও কার্যকর কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেন না বলে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে।